১৮৬৮ সালের মেইজি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে জাপানের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটল। এই পুনঃস্থাপনের অর্থ তোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসান এবং জাপানী সম্রাটের ক্ষমতায় পুনঃস্থাপন। একই সঙ্গে তা সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশের পথ সুগম করল। সামন্ত জাপানের পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই মেইজি পুনঃস্থাপন। এই পুনঃস্থাপনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান সাধন আর অপরটি শিল্প পুঁজির বিকাশ ঘটান। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই সামন্ত-বিরোধী ও পুঁজিবাদপন্থী ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে আমরা শুধুমাত্র মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্র নিয়ে আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব।

১৮৫৪ সালে তোকুগাওয়া সরকার ইউরোপ ও আমেরিকার আগ্রাসী দাবীদাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়। এর ফলে জাপানের বিগত ২০০ বছরের রুদ্ধদ্বার নীতির অবসান ঘটল এবং একই সঙ্গে তোকুগাওয়া সরকারের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতাই প্রমাণ করল। "পশ্চিমী শক্তির পূর্বমুখী অগ্রগতি"র ফলে জাপানের শাসক সামরিক শ্রেণী আতংকিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, এর ফলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয় *সোন্নো-জোই (sonno-joi)* অর্থাৎ, সম্রাটকে শ্রদ্ধা কর, বর্বরদের প্রতিহত কর' আন্দোলন। যে প্রশ্নকে ঘিরে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে তা হল পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক কী থাকা উচিত এই আন্দোলন পুরো শোগুনতন্ত্রকেই নাড়া দিয়ে যায়। জাপানের ইতিহাসে *সোন্নো-জোই* আন্দোলন হল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। বিদেশী চাপের ফলে এর উৎপত্তি। ওকা ইওশিতাকে *(Oka Yoshitake)*-র মতে এই আন্দোলন মেইজি পুনঃস্থাপনের মতাদর্শগত প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করে। বস্তুতঃ, পুনস্থাপনের মধ্যে কিছুটা হলেও জাতীয় বিপ্লবের চরিত্র ছিল। এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় কাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন। নতুন মেইজি সরকারের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা খুব স্পষ্ট ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জাপানে পশ্চিমী আগ্রাসন হলেও জাপান কিন্তু চীনের পথে যায় নি, পশ্চিমী পুঁজিবাদও চীনের মত জাপানকে কুক্ষিগত করতে পারে নি। বিদেশের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিরোধিতায় জাপানের শাসক শ্রেণী যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল, চীনে তা ঘটে নি; পক্ষান্তরে চীনের মাঞ্চু শাসক শ্রেণী বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

মেইজি পুনঃস্থাপন নিয়ে যেসব ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন তাঁদের কারোর পক্ষেই এই ঘটনার কারণ ও চরিত্র সহজে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে গবেষকেরা জাপানী পুঁজিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে মেইজি পুনঃস্থাপনের ঘটনার কোন বিপ্লবী তাৎপর্য ছিল কিনা সেটাও ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমরা দুটি পরস্পরবিরোধী মতামত পাই। একটি 'Lecture Group বা *কোজা হা (Koza ha)* আর অপরটি *'Labour-Agriculture Group'* বা *রোনো হা (Rono ha)* নামে পরিচিত। *কোজা হা* গোষ্ঠীর মতে এই পুনঃস্থাপনের মধ্যে বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। এই গোষ্ঠীভুক্ত কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, এটি রাজনৈতিক একনায়কত্বের ধারাকেই পুষ্ট করেছিল। এটি নতুন মোড়কে জাপানের পুনরায় সামন্তীকরণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তোয়ামা *(Toyama)* ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা। অন্যদিকে *রোনো হা* গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিকদের মতে এটি হল জাপানের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত। এই গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক উয়েয়ামা (Uyeama)-র মতে, এই পুনঃস্থাপন ছিল জাপানের আধুনিকীকরণের পথে প্রথম ধাপ এবং একই সঙ্গে জাপানের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবের খুব কাছাকাছি একটি ঘটনা।

অন্য দিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এই পুনঃস্থাপনকে জাপ লোকসংস্কৃতির এক নিজস্ব তাগিদের অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেছেন। এই তাগিদের ভিত্তি ছিল *সোন্নো জোই* মতাদর্শ। যে বামপন্থী *কোজা হা* গোষ্ঠীর মতে এই পুনঃস্থাপন ছিল নতুন মোড়কে সামন্ত একনায়কত্বের পুনঃস্থাপন, তাদের কাছে *সোন্নো জোই* মতাদর্শটি পুনঃস্থাপনের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। তোয়ামা শিগেতির মতে, পুনঃস্থাপনের উৎস খুঁজতে হবে ফুজিতা ইউকোকু (Fujita Yukoku), আইজাওয়া সেইশিসাই (Aizawa Seishisai) ও ফুজিতা তোকো (Fujita Toko) প্রণীত পরবর্তী মিতো (Mito) মতবাদের প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে। তাঁর মতে এটি ছিল সামন্ততন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের মত।

ঐতিহাসিক হারুতুনিয়ান অবশ্য বিষয়টিকে কিছুটা অন্য ভাবে দেখেছেন (H. D. Harootunian, *Toward Restoration The Growth of Political Consciousness in Tokugawa Japan)*। তাঁর মতে, মেইজি পুনঃস্থাপন কোন প্রতিক্রিয়াশীল উত্থান কিংবা বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল না। তা সত্বেও আমরা যদি এটা মনে রাখি যে, তৎকালীন লেখক ও কর্মীরা অতীতের নানা ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহাসিক ও নৈতিক উপাদান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন, তবে আমরা ঘটনাটিকে বিপ্লবী ঘটনারূপে চিহ্নিত করতে পারব। যদিও তাঁরা দেশের অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং সেই মায়াময় অতীতের উপর নির্ভর করেছেন, তবুও তাঁদের মতে

মিকাদোর শাসন পুনঃস্থাপনের জন্য একটি বিপ্লবী তাগিদ অবশ্যই কাজ করেছিল। হারুতুনিয়ানের মতে, পুনঃস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিকট অতীতকে ধ্বংস করা। তাঁরা রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর একটি নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে আর পুরানো মূল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিলেন। নিকটবর্তী অতীতকে উৎখাত করার জন্য সুদূর অতীত বা ঐতিহ্যের কাছে তাঁরা যে আবেদন করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল এমন সব পরিকল্পনা নেওয়া যা কোনভাবেই সনাতনী নয়। লেখকের মতে, যেসব মানুষেরা পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা কেউই পুরানো ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। বস্তুতঃ, পরবর্তী মেইজি রাজনীতিবিদরা তাঁদের পূর্বেকার বিপ্লবী চরিত্রকে যতই খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করুন না কেন, তাঁরা কখনই সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে গোপন করতে পারবেন না, যা নিকট ইতিহাসকে ধ্বংস করেছিল এবং সামাজিক ঘেরাটোপের মধ্য থেকে জীবনকে টেনে বের করে এনে ভবিষ্যৎ জাপানের ইতিহাসের জন্য তাজা বাতাস বহন করে নিয়ে এসেছিল।

ঐতিহাসিক হোরি (Y. Horie)-র মতে, মেইজি পুনঃস্থাপন এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অপর এক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, আবার শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সংঘটিত কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও নয়। বস্তুতঃ, এই পুনঃস্থাপনের সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার জড়িত ছিল। ঘটনাটি রাজনৈতিক পালাবদল দিয়ে শুরু হলেও রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং নানা ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছিল এবং এইভাবে এক আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

হোরির মতে, সংস্কার আন্দোলনের দুটি মূল স্লোগান ছিল। প্রথম, "সম্রাটের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রত্যর্পণ", যা তোকুগাওয়া শোগুন হস্তগত করেছিলেন। দ্বিতীয়, "সার্বিক পুনর্গঠন (মানুষের ধ্যানধারণা ও দর্শন সহ সমস্ত ব্যবস্থা ও কাঠামো)"। এই দুটি স্লোগান ছিল পরস্পরের পরিপূরক; প্রথমটি ছিল দ্বিতীয়টি অর্জন করার হাতিয়ার।

নতুন রাষ্ট্রের কাছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বাকুফুকে উৎখাত করা। মেইজি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে প্রথমে শোগুনকে সাধারণ দাইমিও-র পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় এবং তারপরে ১৮৭১ সালে অন্যান্য দাইমিওদের সঙ্গে সেটিকে পুরোপুরি উৎখাত করা হয়। এর অর্থ সামন্ত *হান* এলাকাগুলির অবলুপ্তি আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে সমগ্র দেশে একটিমাত্র শাসন প্রতিষ্ঠা। নতুন সরকার ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সামুরাই ও দাইমিওদের ভাতা দিতে থাকে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা বন্ধ করার আগে ১৮৭১ সালে সামুরাইদের যে কোন জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হল, এবং ১৮৭৪ সালে তাদের মধ্যে যারা সরকারী ভাতার উপর নির্ভর না করে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে ঢুকতে চান, তাদের ব্যবসা শুরু করার জন্য সরকারী অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কৃষিক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আসে, ১৮৭২ সাল থেকে যে কোন ধরণের চাকুরীতে ঢোকার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং

তারা ইচ্ছামত নিজেদের জমি হাতবদল করতে পারে। দ্রব্যে দেয় ফসল-করের বদলে অর্থে দেয় রাজস্ব-কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সামন্তবিরোধী এইসব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার পুঁজিবাদের বিকাশের পথকেও সুগম করে। বিভিন্ন ধরণের আধুনিক শিল্প ও ব্যাংক স্থাপনের ফলে জাপানের অর্থনীতি এক সুদৃঢ় শিল্প-বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক হুবার (T. M. Huber, *The Revolutionary Origins of Modern Japan*) মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্রের উপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে এটি একটি সামাজিক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের মূল নেতৃত্ব এসেছিল আধুনিক জাপানের প্রথম যুগের উচ্চশিক্ষিত, বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আর এই বিদ্রোহের লক্ষ্যবস্তু ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের নিপীড়ন ও মান্ধাতা আমলের সামাজিক ব্যবস্থা। হুবারের মতে, এই নেতারা নিজেদের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের নানা উপাদানকে নতুন চেহারা দিয়ে তোকুগাওয়া ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। বস্তুতঃ, তোকুগাওয়া আমলের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত বুদ্ধিজীবীরা ("service intelligentsia") যে সব সংস্কারের দাবীতে সোচ্চার হচ্ছিলেন, সেগুলি মেইজি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে কার্যে পরিণত হয়।

অপর এক গবেষক জন হল (John Hall, 'The Ikeda House', in Hall & Jansen (eds.), *Studies in Institutional History of Japan*) দু' ধরণের সামুরাইয়ের কথা বলেছেন। এক, যারা বংশ পরম্পরায় সামন্ত কাঠামোর উপরের দিকে স্থান পেয়েছে, যাঁরা তাঁর মতে "legitimising families" গোষ্ঠীভুক্ত। দ্বিতীয়, বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত পরিবারগুলি ("service families") যাদের চাকুরীর নিরাপত্তা অনেক কম ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi, *Autobiography*) একইভাবে সামুরাই শ্রেণীকে উচ্চ সামুরাই ("Upper Samurai") ও নিম্ন সামুরাই ("Lower Samurai") এই দু' ভাগে ভাগ করেছেন।

হুবারের মতে, মেইজি পুনঃস্থাপনের সামাজিক পরিচয় বোঝার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে সামুরাইদের মধ্যেকার এই বিভাজেনের মধ্যে। হুবার লিখেছেন, উচ্চ সামুরাইদের রীতিনীতি, পোষাক, হাবভাব, সম্পদ, প্রভাব সবকিছুই ছিল নিম্ন সামুরাইদের চেয়ে আলাদা। তারা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক একটি সামাজিক গোষ্ঠী। নিম্নসামুরাইরা সমস্ত ধরণের পরিশ্রম করত, আর উচ্চ সামুরাইরা আয়াসী জীবন কাটাত। একজন শ্রম দিত, অপর জন সেই শ্রমের ফল আত্মসাৎ করত। বস্তুতঃ, এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে পুনঃস্থাপনের তাৎপর্য।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা অবশ্য 'নিম্ন' সামুরাইদের ভূমিকা নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিক অ্যালবার্ট ক্রেগ (Albert Craig, *Choshu in the Meiji Restoration*) গ্রন্থে মেইজি নেতাদের 'নিম্ন' সামুরাই সামাজিক শ্রেণী থেকে আসাটাই

তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণ বলে যে মত প্রচলিত আছে, তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, সামুরাইরা কোন সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নি, বরং নির্দিষ্ট *হান* ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ক্রেগ-এর কাছে 'হান জাতীয়তাবাদ'-এর গুরুত্ব এখানে ছিল অনেক বেশী। যখন জাপান সামগ্রিকভাবে পশ্চিমী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন 'হান' ভূখণ্ডের প্রতি আনুগত্য ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে জাপানের প্রতি আনুগত্যে রূপান্তরিত হল। এই 'হান জাতীয়তাবাদ'ই জাপানে পরিবর্তন আনে। বস্তুতঃ, মেইজি পুনঃস্থাপনের অর্থ নতুন মূল্যবোধের নাম করে কোন বিপ্লব সংঘটিত করা নয়, বরং 'পুরানো মূল্যবোধের নাম করে পরিবর্তন নিয়ে আসা'।

পুনঃস্থাপনের চরিত্র নিয়ে এই যে বিতর্ক তা মূলতঃ দাঁড়িয়ে আছে কোন্ সংকটের গুরুত্ব কতখানি তা নিয়ে। আভ্যন্তরীণ সংকট এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, নাকি বিদেশী আগ্রাসনজনিত সংকট এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে—তা নিয়ে। অবশ্য কোন মতের প্রবক্তাই তাঁর বিরোধী মতকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি। এখানে প্রশ্নটা কোন্ উপাদানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী তা নিয়ে। এক পক্ষের কাছে আভ্যন্তরীণ সংকটের গুরুত্ব বেশী, বিদেশী আগ্রাসনের গুরুত্ব কম; আর অপর পক্ষের কাছে বিদেশী আগ্রাসনের গুরুত্ব মুখ্য, আর আভ্যন্তরীণ সংকটের গুরুত্ব গৌণ। মেইজি পুনঃস্থাপন কি একটি সামাজিক বিপ্লব ছিল, না জাতীয় বিপ্লব ছিল? এই প্রশ্ন উঠে আসছে কারণ তোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের উৎখাতের কারণগুলি চিহ্নিত করতে পারলে পরবর্তীকালে মেইজি সরকারের আনা পরিবর্তনগুলির চরিত্র ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারা সহজ হবে। আবার পরিবর্তনের চরিত্র ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে জাপানের আধুনিকীকরণ কোন্ পথে হল এবং তার ফলাফলের মূল্যায়ন করাও সহজ হবে। বস্তুতঃ, পুনঃস্থাপনকে যারা অভিনন্দন জানিয়েছেন আর যারা তার সমালোচনা করেছেন উভয়ের কাছেই তা ছিল আধুনিক জাপানের সূচনাবিন্দু। এই আধুনিক জাপান পুঁজিবাদী জাপান, তোকুগাওয়া আমলের সামন্ত জাপান নয়। মেইজি পুনঃস্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ে সামন্ততন্ত্রের অবসানের লক্ষ্যে প্রতিটি সংস্কারই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়নের সূত্রপাত নিশ্চয়ই তোকুগাওয়া আমলে ঘটেছিল, কিন্তু তা সামন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিল্পায়ন এবং বাকুফুর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদী শ্রেণীকে স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করতে দেয় নি। মেইজি পুনঃস্থাপন ও সামন্ততন্ত্রের অবসান ছাড়া জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশ ও পরে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর সম্ভব ছিল না।